

## নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৫। আল্লাহর দিকে দাওয়াতের বিধি-বিধান (أحكام الدعوة إلى الله)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

### চ. আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ফলাফল (ثمرات الدعوة إلى الله)

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদ্ধতিতে যে-ই দাওয়াতী কাজ করবে, মহান আল্লাহ তাদের প্রত্যেককেই মহা প্রতিদান ও প্রতিফল দিয়ে সম্মানিত করবেন। দাওয়াতের কারণে দাঈর হেদায়াত, দ্বীনের উপর অবিচলতা, ঈমান বৃদ্ধি, নেক আমল বৃদ্ধি, বিভিন্নমুখী প্রচুর আমল এবং পূর্ণ বিশ্বাস লাভ হয়। মানুষদের মধ্যে যাদেরকে তিনি দাওয়াত দিবেন, তাদের সংখ্যা অনুযায়ী তার নেকী অর্জিত হয়। তার কারণে যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে, তাদের নেকী সমপরিমাণ নেকী তিনিও পান। আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কারণে প্রত্যেক দাঈকে যা কিছু দ্বারা আল্লাহ সম্মানিত করেন, সেগুলির কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- সম্মান প্রাপ্তির কোন কারণ তার কাছে না থাকলেও মহান আল্লাহ তা‘আলা তাকে দাওয়াতের কারণে সম্মান দান করবেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বিলাল (রা.) ও সালমান (রা.) কে সম্মানিত করেছিলেন।
- আল্লাহ তা‘আলা দ্বীনের সকল আমল তার কাছে প্রিয় করে দিবেন। ফলে, সেগুলি তিনি নিজে যেমন আমল করবেন, তেমনি অন্যকেও সেগুলির দিকে দাওয়াত দিবেন।
- সৃষ্টির হৃদয়ে তার প্রতি ভালবাসা, ভক্তি ও সম্মান তৈরি করে দিবেন।
- তার চতুষ্পার্শ্বের বাতিল শক্তিকে পরাস্ত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা তার অদৃশ্য সাহায্য দ্বারা তাকে শক্তিশালী করবেন। তিনি তার দো‘আ কবুল করবেন এবং আখেরাতে তাকে জাহ্নাম দান করবেন।

সুতরাং দাওয়াতী কাজ সকল উত্তম কাজ, সব ধরনের নেকী এবং সব ধরনের মর্যাদাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের গুরুত্ব বিবেচনায় স্বয়ং আল্লাহ দাওয়াত দিয়েছেন, তার রাসূলগণকে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং দাওয়াতী কাজের ভার দিয়ে এই উম্মতের উপর অনুগ্রহ করেছেন।

১। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

(وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [يونس: 25]

‘আর আল্লাহ তা‘আলা শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন সরল পথের দিকে’ (সূরা ইউনুস: ২৫)।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

‘বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ (সূরা ইউসুফ: ১০৮)।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33)) [فصلت: 33]

‘আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যিনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন, সৎকর্ম করেন এবং বলেন যে, অবশ্যই ‘আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’ (সূরা হা-মীম সাজদা: ৩৩)।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9311>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন